১৭

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAR 20 1999 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

ডাকসু নির্বাচন কি আদৌ অনুষ্ঠিত হইবে

আনোয়ার আলদীন ॥ নয় বছর যাবৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ডাকসু নির্বাচন হইতেছে না। দেশের ছাত্র সমাজের নেতৃত্বদানকারী প্রাণের প্রতিষ্ঠান তারুণ্য ঝলসিত সকল আন্দোলন-সংগ্রামের সূতিকাগার ডাকসু অচলায়তনের এক গভীর আবর্তে ভবিষ্যৎহারা। আগামীতে আদৌ ডাকসু নির্বাচন হইবে এমন সম্ভাবনার আলোকরেখাও ম্রিয়মাণ। তবে ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরী গতকাল এই প্রতিবেদককে বলিয়াছেন ঃ আগামী মে মাসে তিনি ডাকসু নির্বাচনের উদ্যোগ নিবেন। ভিসি বলিলেন ঃ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক ছাত্র সংসদ নির্বাচন হইতেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও হইবে। ডাকসুর গতিশীলতা আসা প্রয়োজন। আজাদ চৌধুরী ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে ভিসি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণের পর সংবাদ মাধ্যমকে অন্ততঃ ৬-দফা ডাকসু নির্বাচনের নির্দিষ্ট সময়সীমা জানাইয়াছেন। কিন্তু একবারও তিনি উদ্যোগ নিতে পারেন নাই। এই দীর্ঘকাল নির্বাচন না হইবার কি কারণ? এমন প্রশ্নের জবাবে বলিলেন ঃ একাডেমিক কর্মকান্ডের

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

ডাকসু

(প্রথম পৃঃ পর)

গতিশীলতা আনয়ন এবং পরীক্ষা গ্রহণের অখন্ডতার কারণে হইয়া উঠে নাই। ইহার বাহিরে তিনি মন্তব্য করিতে চাহেন নাই। তবে ভিসি জানাইয়াছেন ঃ ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে শিঘ্রই ছাত্র সংগঠনগুলির সহিত তিনি বৈঠকে বসিবেন।

দীর্ঘ নিষ্ক্রিয়তার পর গত বছরের ২৭শে মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডাকসু ভাঙ্গিয়া দেয়। ঐ দিনের সিন্ডিকেটের এক সভায় ডাকসুর নূতন গঠনতন্ত্রও প্রণীত হয়। নয়া গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নিয়মিত এবং পূর্ণকালীন একজন ছাত্রই কেবল ডাকসু নির্বাচনে অংশ লইতে পারিবে। অনার্স ও মাষ্টার্স শেষ করিতে একজন ছাত্রের ৫ বছর সময় লাগিলে তাহাকে সর্বোচ্চ ৭ বছর পর্যন্ত নিয়মিত ধরা হইবে। এই ক্ষেত্রে ছাত্রনেতাদের দুইটি ইয়ার লস দেওয়ার সুযোগ রহিয়াছে। একটি ডাকসু নির্বাচনের পর মাত্র এক বছর তাহার কার্যকারিতা থাকিবে। এই সময়ের পর পরই যদি নয়া ডাকসু নির্বাচন না হয় তবে আরও ৩ মাস পর্যন্ত উহার কার্যকারিতা থাকিবে। উহার পর আপনাআপনিই ডাকসু বাতিল হইয়া যাইবে। ডাকসুতে প্রিডিগ্রী, বিএফএ, এমফিল ও পিএইচডি'র ছাত্ররা ভোট দিতে পারিবে কিন্তু প্রার্থী হইতে পারিবে না।

সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন হয় ১৯৯০ সালের ৬ই জুন। এই নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত 'আমান-খোকন-আলম' পরিষদ পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করে। উহার পর ৩-দফা উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৯১ সালের ১২ই জুন তৎকালীন ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। এই নির্বাচনে ছাত্রদল হইতে 'জগলু-এ্যানি' পরিষদ মনোনয়নপত্র জমা দেন। ছাত্রলীগ বা অপর কোন সংগঠন নির্বাচনে অংশ নেয় নাই। অন্য সংগঠনের দাবি ছিল নেতাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ ভর্তির সুযোগ দিতে হইবে। ইহা লইয়া সহিংস ঘটনার প্রেক্ষিতে নির্বাচন ভন্ডুল হইয়া যায়। ইহার পর ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন ভিসি প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদ ডাকসুর তফসিল ঘোষণা করেন। কিন্তু বিরোধী ছাত্র সংগঠনের সহিংসতার প্রেক্ষিতে তাহা ভন্ডুল হইয়া যায়। ১৯৯৫ সালে আরও এক দফা উদ্যোগ নেওয়া হয় ডাকসুর নির্বাচনের। কিন্তু সরকার বিরোধী ছাত্র সংগঠনের বিরোধিতার মুখে তাহা পন্ড হইয়া যায়। উহার পর আর ডাকসু নির্বাচনের সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এত দীর্ঘকাল ডাকসু নির্বাচন না হইবার কোন নজীর নাই। স্বাধীনতার পর মোট ৬ বার মাত্র ডাকসু নির্বাচন হয়। ১৯৭৩ সালের পর সর্বোচ্চ ৬ বছর ডাকসু নির্বাচন হইতে পারে নাই। ৬ বছর পর ১৯৮৯ সালে ডাকসু নির্বাচন একটি অচলায়তন ভাঙ্গিয়া দেয়। উহার পর '৯০ সালে আরও একদফা নির্বাচন হয় এবং তাহার পরেই শুরু হয় নূতন এক দুর্ভেদ্যবৃত্ত। ২৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর অধিকার আদায়ের সংগঠন ডাকসু। ডাকসু না থাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহশিক্ষা কার্যক্রম, সুকুমারবৃত্তি, সৃজনশীলতা– সকল কিছু চর্চাহীন মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়াছে। অনৈতিক কর্মকান্ড ও সন্ত্রাস মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে ডাকসু না হওয়ায়।

চলতি বছর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হইতেছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (বাকসু), প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ইউকসু) নির্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। আগামী ২২শে এপ্রিল দীর্ঘ ৯ বছর পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও কি সম্ভব হইবে নির্বাচনের। এই বিষয়ে ছাত্রলীগের সভাপতি বাহাদুর বেপারী বলিলেনঃ সাবেক ভিসিদের অনীহা এবং তাহাদের নিজেদের অবস্থানের মান কমিয়া যাইবে এমন শংকায় ডাকসু নির্বাচন নিজেরাই গোলযোগ পাকাইয়া নির্বাচন ভন্ডুল করে। এই মুহূর্তে ডাকসু নির্বাচনের চমৎকার পরিবেশ রহিয়াছে। ছাত্রদল যদি ডাকসু নির্বাচনে অংশ না নেয় তাহা হইলে আপনাদের ভূমিকা কি হইবে? এ প্রশ্নের জবাবে বাহাদুর বলেন, ছাত্রদের প্রতি ছাত্রদলের দায়িত্ব রহিয়াছে– এই দায়িত্ব পালনে অশ্রদ্ধা করিলে তাহারা বিস্মৃতির অতলে যাইবে। ছাত্রলীগের যুগ্ম-সম্পাদক আনিসুর রহমান বলেন, ডাকসু নির্বাচন প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর প্রাণের দাবী। এ দাবীকে আর দাবাইয়া রাখার কোন অবকাশ নাই। অবিলম্বে চাই ডাকসুর তফসিল।

ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সাজ্জাদ হোসেন বলেন, কোন দলকে বাদ দিয়া ডাকসু নির্বাচন করা উচিত নয়। আলোচনার মাধ্যমে সকল দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিতে হইবে।

ছাত্রদলের সভাপতি হাবিবুন নবী সোহেল বলেন, ক্যাম্পাসে এখন ডাকসু নির্বাচনের ন্যূনতম পরিবেশ নাই। এই ভিসির অধীনে ডাকসু নির্বাচন সুষ্ঠু হইবে এই নিশ্চয়তাও নাই। ডাকসু না হওয়ার পিছনে ছাত্রলীগ দায়ী। ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মোশাররফ হোসেন বলেন, ডাকসু নির্বাচনের পূর্বে হলে-ক্যাম্পাসে সকল ছাত্র সংগঠনের সহাবস্থান নিশ্চিত করিতে হইবে। দলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মনির হোসেন বলেন, বর্তমান ভিসি বিশুদ্ধ সরকারী দালাল। তিনি পদত্যাগ করার পর ডাকসু নির্বাচন নিয়া ছাত্রদল চিন্তা-ভাবনা করিবে।